যুগান্তর

NOV. 22 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ১৫ ...

এবার ভর্তিযুদ্ধে এক লাখ শিক্ষার্থী

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

রাজধানী ঢাকার স্কুলগুলোতে ভর্তির মৌসুম শুরু হয়েছে। বছরের শেষভাগে ঘরে ঘরে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। টার্গেট নামিদামি মানসম্মত স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সূত্র মতে, প্রতিবছর ১ লাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে ৯০ হাজার কাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। ঢাকায় সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে চার শতাধিক স্কুল এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন মিলিয়ে সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে মানসম্মত শিক্ষক ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি সংবলিত স্কুলের সংখ্যা ২০টির বেশি নয়, যেখানে মাত্র দশ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে।

ভর্তি সমস্যার মূল কারণ মানসম্মত স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়া। আর এজন্য সরকারের অবহেলা, শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ ও সদিচ্ছার অভাব, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম এবং প্রভাবশালী মহলের চাপকে দায়ী বলে মনে করেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ভর্তিযুদ্ধ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

ভর্তিযুদ্ধ : শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বায় বরাদ্দ থাকলেও স্কুলে ভর্তির সমস্যা সমাধানে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারি কোন ব্যবস্থা নেই। ঢাকার মেয়েদের শ্রেষ্ঠ স্কুল ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ হামিদা আলী বললেন, 'বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদেরও বেতনের ৯০ ভাগ দিচ্ছে সরকার। অথচ এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। এটা হলে কিছু স্কুল ভাল হতে পারত। আমাদের ওপরও চাপ কমত। ভর্তির জন্য আমাদের অনেক তদবিরের মুখোমুখি হতে হয়।' উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বললেন, শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ ও সদিচ্ছা থাকলেই মান ভাল করা সম্ভব। এ জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও থাকতে হবে।' অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের চেয়ে হুমকি-ধমকি আর প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি বেশি ঝোঁক থাকে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করে থাকেন। এমনিতেই শিক্ষকতা পেশার প্রতি শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর আগ্রহ কম। উপরন্তু শিক্ষক নিয়োগে 'ডোনেশন' পদ্ধতির কারণে এ পেশার মান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে, মন্ত্রী, স্থানীয় এমপি, ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য ও প্রভাবশালীদের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। অভিভাবকরা চান তার সন্তানের শিক্ষা জীবন গড়ে উঠুক এক মজবুত ভিতের ওপর। এজন্য স্কুলের গুণগত মানের পাশাপাশি বার বার ভর্তি পরীক্ষার ঝামেলা এড়াতে যেখানে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠক্রম আছে সেসব স্কুলের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকে। কিন্তু সুযোগের অভাবে প্রতি বছর ৯০ হাজার শিক্ষার্থী নিজের ও অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে নিম্নমানের স্কুলে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে, মেধা যাচাইয়ের পরিবর্তে ঘুষ বা ডোনেশন নির্ভর ভর্তির প্রাধান্য বাড়ছে। পাশাপাশি কিছু নামিদামি স্কুলের কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতির কারণে ভর্তি প্রতিযোগিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

জানা গেছে, আইডিয়াল স্কুলের ৪০ ভাগ আসন মতিঝিল কলোনির প্রার্থীদের জন্য, হলিক্রস স্কুলে ৫০ ভাগ মুসলমান এবং বাকি ৫০ ভাগ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। গত বছর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ৫০টি আসনের ৪০টি সংরক্ষিত ছিল বুয়েট শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য। এভাবে ক্যান্টনমেন্ট ও বিডিআর স্কুলগুলোতে প্রাধান্য থাকে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী ও বিডিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের। এসব নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য গুলশান, বনানী, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকায় রয়েছে ডজনখানেক কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তাই ভাল স্কুলে ভর্তি হতে না পারলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা যেনতেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। এ বছর রমজানের কারণে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগেভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের আবেদনপত্র বিতরণ ও গ্রহণ শেষ হয়েছে ৭ নভেম্বর। স্কুলের দু'টি শাখার ৪ শিফটে প্রথম শ্রেণীর ৭০০ আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৪ হাজার ৫৩৮টি। আর শুধু ইংলিশ মিডিয়ামে ষষ্ঠ শ্রেণীর ৬০টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ২৯০টি। আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে নার্সারি থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির জন্য আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে ২০ নভেম্বর থেকে এবং তা চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় কোন শ্রেণীতে কত আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে তা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। আইডিয়াল স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর আসন সংখ্যা ৮০। এছাড়া ঢাকার ২৪টি সরকারি স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে শুরু হবে বলে জানা গেছে। এ স্কুলগুলোতে প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে মোট ৭ হাজার আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে এসব স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। ৮টি করে স্কুলকে ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করে ৩ দিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উদয়ন স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর দেড়শ আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। আট শতাধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।